মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ১০৪০

পর্ব-৪: সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ২২. প্রথম অনুচ্ছেদ - সালাত নিষিদ্ধ সময়ের বিবরণ

بَابُ أَوْقَاتِ النَّهْيِ

আরবী

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهانا أَن نصلي فِيهِنَّ أَو نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تغرب. رَوَاهُ مُسلم

বাংলা

১০৪০-[২] ’উকবাহ্ ইবনু ’আমির (রাঃ)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করতে ও মুর্দা দাফন করতে আমাদেরকে বারণ করেছেন। প্রথম হলো সূর্য উদয়ের সময়, যে পর্যন্ত না তা সম্পূর্ণ উদিত হয়। দ্বিতীয় হলো দুপুরে একবারে সূর্য ঠিক স্থির হওয়ার সময় থেকে সূর্য ঢলার আগ পর্যন্ত। আর তৃতীয় হলো সূর্য ডুবে যাবার সময় যে পর্যন্ত না তা ডুবে যায়। (মুসলিম)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : মুসলিম ৮৩১।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: অত্র হাদীসের শিক্ষাঃ নিষিদ্ধ সময়ে মৃতের জন্য জানাযা পড়া এবং মৃত ব্যক্তিকে দাফন করাও নিষেধ। ইমাম আহমাদ এ মত পোষণ করেন এবং তাই সঠিক।

(قَائِمُ الظَّهِيرَةِ) হতে উদ্দেশ্য সূর্য যখন মাথার উপরে স্থির হয়। কেউ বলেছেন, এ থেকে উদ্দেশ্য মুসাফির ব্যক্তি

যখন সূর্যের তেজের কারণে যাত্রা বিরতি করে ঐ সময়কে قَائِمُ الظَّهِيرَةِ বলে। ইমাম নাবাবী বলেনঃ এর অর্থ হলো ঐ সময় যখন দন্ডায়মান ব্যক্তির ছায়া পূর্ব বা পশ্চিম দিকে না ঢলে। আমীর ইয়ামানী বলেনঃ বর্ণিত তিন সময়ে সালাত আদায়ের নিষেধাজ্ঞা ফরয ও নফল সব সালাতকেই শামিল করে। তবে ফরয সালাতকে পূর্বে বর্ণিত হাদীস (ভুলে যাওয়া ব্যক্তির জন্য স্মরণ হলেই তার সালাতের সময়, যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে এক রাক্‘আত পেলো সে সালাত পেলো) দ্বারা এ নিষেধাজ্ঞার আওতা থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। অতএব ঐ নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র নফল সালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=55600

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন